হি ট্র্যাভেল্‌স দ্য ফাস্টেস্ট

ভার্জিনিয়ার উইলিয়ামসবার্গ থেকে সবেমাত্র ঘরে এসেছি আমি। প্রিয় টাইপরাইটার এবং ওয়ার্ড প্রসেসরের কাছে ফিরে বেশ হালকা লাগছে এখন। তবে সেই যে সপ্তমে চড়েছিল মেজাজটা, তার ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে এখনো।

এদিকে জর্জ আছে শুধু তার তালে। আমার কষ্টার্জিত টাকায় দামি রেস্তোরাঁয় গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে সে, সহানুভূতি দেখানোর বালাই নেই তার মাঝে।

দাঁতের ফাঁক থেকে মাংসের আঁশ ছাড়িয়ে সে বলল, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না, বন্ধু ব্যাপারটাতে তুমি দোষের কী দেখলে? প্রসিদ্ধ ওই কোম্পানি তো ঘণ্টাখানেক তোমার বক্তব্য শুনেই কয়েক হাজার ডলার ছেড়ে দিত বলে মনে হচ্ছে। আমি তো মাঝেমধ্যে তোমার বক্তৃতা শুনে ভেবেছি, তুমিই বরং বিনে পয়সায় বলে যেতে থাকবে এবং তারা হাজার হাজার ডলার দিয়ে থামাবে তোমাকে। মানুষের গাঁট নিংড়ে ডলার কামানোর এটা আরো সহজ পথ। তুমি কি মনে করছ জানি না, তবে আমি কিন্তু তোমাকে আঘাত দেয়ার জন্যে বলিনি একথা।'

'তুমি আবার কখন আমার বক্তৃতা শুনলে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'হরদম তুমি যেভাবে বকবক করো, তার ফাঁকফোকর গলে তো ডজন দুয়েকের বেশি শব্দ আওড়াতেই পারি না।'

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। আমার কথা পাত্তাই দিল না জর্জ। বলল, 'তোমার ভালোবাসাহীন হৃদয়ের ছবিটা এতে ফুটে উঠল প্রকট হয়ে। আর তোমার যে টাকার লোভ, তাতে এই ভ্রমণটাকে ঘৃণা না করে ভ্রমণের কষ্টটাকে স্বচ্ছন্দে মেনে নেয়া উচিত। সোফোক্লেস মস্কোউইৎজ-এর গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। ঠিক তোমার মতো অলস সে। ব্যাংকে ইতোমধ্যে বেশ টাকা জমিয়েছে। তার অ্যাকাউন্ট আরো ফুলেফেঁপে উঠছে, এ রকম দৃশ্য কল্পনায় না দেখা পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে সহজে নড়ে না

www.banglainternet.com

সোফোক্লেস। কুঁড়েমি ঢাকার জন্যে আবার বলে ভ্রমণ নাকি ভালো লাগে না তার। এজন্যেই তো অ্যাজাজেলকে ডেকে এসেছিলাম।'

'তোমার দুই সেন্টিমিটারের সর্বনেশে ভূতটাকে আবার আমার ওপর চড়িও না,' সর্তকার সাথে বললাম আমি। তবে শুধু নামেই মাত্র এই সতর্কতা। আসলে জর্জের উদ্ভট কল্পনার তো কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

জর্জ আবারও উপেক্ষা করল আমাকে।

এটা আসলে জর্জ বলল প্রথম দিককার ঘটনাগুলোর একটা, অ্যাজাজেলকে যখন সাহায্যের জন্যে ডাকি। প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা এটা বুঝতে পারছ। সম্প্রতি আমি শুধু জানতে পেরেছি। ছোট্ট এই জীবটাকে কী করে তার বিমান থেকে টেনে আনতে হবে। এখনো জানি না জীবটার ক্ষমতা সম্পর্কে।

এই ক্ষমতা নিয়ে দম্ভ করে অ্যাজাজেল। স্বীকার করি এই দম্ভটা তার সাজে। কিন্তু আমি ছাড়া আর কে তার এই গুণকীর্তন করে থাকে?

সে সময় ফিফি নামে চমৎকার এক তরুণীর সাথে বেশ ভাব ছিল আমার। সোফোক্লেস মস্কোউইৎজ-এর সাথে বিয়ে হয় তার। বিয়ের আগে মেয়েটি ভেবেছিল, স্বামী হিসেবে সোফোক্লেস বউকে টাকা-পয়সা দেয়ার বেলায় সে রকম কিপ্টেমি করবে না। বিয়ের পরও তার সাথে গোপন সম্পর্কটা রয়ে যায় আমার। মেয়েটি গুণবতী। তাকে দেখলে আলোড়িত হতাম সব সময়। আহ, তার ফিগার বটে একখান! যতই বর্ণনা দিই না কেন ওই ফিগারের, মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অতীতে মেয়েটির সাথে যে হৃদ্যতা ছিল, সব সময় মনে পড়ে আমার।

'বুম-বুম', দেখা করতে গিয়ে বললাম তাকে। তার মঞ্চ-নাম ব্যবহারের অভ্যেসটা ছাড়তে পারিনি কখনো। মেয়েটির অভিনয় দেখে ভক্ত দর্শকরা দিয়েছিল, এই নাম। 'ভালোই আছে মনে হচ্ছে,' নির্দ্বিধায় একথা বলেছি আমি, কারণ সত্যিকারে তাই ভেবেছিলাম।

'ও, তাই?' উদাস একটা ভাব নিয়ে বলল সে। নিউইয়র্কের রাস্তায় পেতলের মতো যে একটা মেকি ঔজ্জ্বল্য থাকে, ঠিক সে রকম দেখাল তাকে। 'তবে আমি কিন্তু ভালো নেই।'

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তার কথা। জানতে চাইলাম, 'কী তোমার সমস্যা?'

'সমস্যা সোফোক্লেস।'

www.banglainternet.com

'নিশ্চয়ই তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে অসন্তুষ্ট নও, বুম-বুম। এ রকম টাকাঅলা স্বামী নিয়ে নাখোশ থাকাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

'সব জান তুমি। আসলে তুমি একটা প্রতারক! মনে করে দেখ, তুমি আমাকে বলেছিলে, ক্রোয়েসাস নামে এক লোকের মতো ধনী সোফোক্লেস। আমি জন্মেও শুনিনি তার নাম। আর তুমি আমাকে বলনি যে, ওই ক্রোয়েসাস লোকটা একেবার হাড়-কেপ্পন।'

'তারমানে সেপোক্লেসও হাড়-কেপ্পন ?'

'চ্যাম্পিয়ন বল! কী লাভ একজন কিপ্টে বড় লোককে বিয়ে করে ?'

'ঠিক বলেছ, বুম-বুম। টাকা না দিলে নিশি স্বর্গে যাবে, এ রকম ভয় দেখিয়ে কিছু বাগাতে পার তার কাছ থেকে।'

ফিফি'র কপালটা কুঁচকে গেল একটু। বলল, 'তোমার ইঙ্গিতটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে তোমাকে তো চিনি, কাজেই নোংরা কথা বল না। তাছাড়া আমি কথা দিয়েছি ওকে, এখন যাই বলি না কেন, মেনে নেবে না। টাকার থলেটা যদি ও ঢিল না দিয়ে বরং আরো আঁটো করে ফেলে, ভেবে দেখ—এরচে' জঘন্য অপমান আর কী আছে।' বেচারি গুঙিয়ে উঠল মৃদুকণ্ঠে।

তার হাত চাপড়ে কোনো রকমে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম তাকে।

রাগে ফেটে পড়ল সে, 'অকর্মার ধাড়িটাকে যখন বিয়ে করি, ভেবেছিলাম প্যারিস, রিভিরা, বুয়েন্স আয়ার্স, ক্যাসাব্লাঙ্কা এবং এ রকম আরো অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারব। হায় রে! কোনো সুযোগ নেই!'

'ওই বেটা তোমাকে প্যারিসে নিয়ে যাবে না, আমাকে বল না এটা।'

'কোথাও নিয়ে যাবে না। ম্যানহাটন ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না ও। বাইরে যেতে নাকি ভালো লাগে না। ও বলে, গাছপালা, পশুপাখি, ঘাস, ধুলোবালি, বিদেশী মানুষ এবং নিউইয়র্কের দালানকোঠা ছাড়া অন্য কোনো বাড়িঘর পছন্দ নয় ওর। সুন্দর সুন্দর শপিং মলের কথা বলি আমি, কিন্তু কোনোটিই পছন্দ করে না ও।'

'ওকে ফেলে তুমি একা যাও না কেন, বুম-বুম ?'

'ওকে ছাড়া গেলে আরো বেশি রগড় হবে। এ ব্যাপারে বাজি ধরতে পার তুমি। সঙ্গে কী নিয়ে যাব, বল ? ওর যত ক্রেডিট কার্ড আছে, সব নিজের প্যান্টের পকেটগুলোতে সেলাই করে রেখেছে। আমি এখন আমার সমস্ত কেনাকাটা সারি ম্যাসিস-এ।' তীক্ষ্ণ চিৎকার মতো শোনাল তার

www.banglainternet.com

কণ্ঠ, 'ম্যাসিস-এ কেনাকাটা সারতে আমি বিয়ে করিনি ওই হতচ্ছাড়াকে।'

মেয়েটির দুঃখের ব্যাপারগুলো তলিয়ে দেখলাম আমি। বড্ড অনুশোচনা হল আমার। না, এমনটি চলতে দেয়া যায় না। অনুভব করলাম, বিয়ের আগে শিল্পের জন্যে নিজেকে যেভাবে উজাড় করে দিয়েছে মেয়েটি, সেই মনোভাব এখন আর নেই। বিয়ের পর সুদৃঢ় হয়েছে তার পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ওই দিনগুলোতে এখনকার চেয়ে আরো বলিষ্ঠ ছিলাম। তবে এখন যেমন টাকাকড়ি নেই, তখনো ছিল না।

ফিফিকে বললাম, 'ধরো, আমি যদি ভ্রমণের ব্যাপারে তাকে উৎসাহী করে তুলতে পারি?'

'আরে বাবা, আমি তো জানিই, কেউ না কেউ পারবে।'

'ধরো, আমি পারলাম। আশা করি তুমি কৃতজ্ঞ থাকবে।'

তার চোখ দুটো সেই পুরনো দিনের মতো স্থির হল আমার ওপর।

'জর্জ,' বলল সে। 'ও সে দিন আমাকে প্যারিস দিয়ে যাওয়ার কথা বলবে, তোমাকে নিয়ে অ্যাসবারি পার্কে যাব। মনে পড়ে অ্যাসবারি পার্কের কথা?'

নিউ জার্সির উপকূলীয় ওই অবকাশ কেন্দ্রের কথা মনে পড়বে না আবার? আমার ব্যথা ধরে যাওয়া পেশিগুলোর কথা ভুলব কিভাবে? সেখানে দু'দিন কাটানোর পর আমার শরীরের প্রায় প্রতিটা অংশ শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা নিয়ে কথা বললাম অ্যাজাজেলের সাথে। আলাপের সময় এক ফোঁটা বিয়ার দিলাম তাকে। বিয়ারে সৌরভ মনটা চাঙা করে তুলল তার। আমি সাবধানে বললাম, 'আচ্ছা, অ্যাজাজেল, তোমার ওই জাদুশক্তি এমন কিছু ঘটাতে পারে, যা আমাকে বিস্মিত করবে?'

আমার দিকে তরল দৃষ্টিতে তাকাল অ্যাজাজেল। বলল, 'বল তো, কী চাও তুমি আমার কাছে। স্রেফ বলে ফেল। আমি তোমাকে দেখাব, আমার সেই ক্ষমতা আছে কি নেই।'

ফার্নিচার পলিশের লেবুর সৌরভে মুহূর্তেক বুঁদ হয়ে রইল অ্যাজাজেল। সে মনে করে, লেবুরখোসার এই নির্যাস মনের আঙিনা বাড়ায়। শেষে বলল, একবার এ রকম ব্যাপার নিয়ে অপমানিত হয়েছিল নিজের জগতে।

www.banglainternet.com

আরেক ফোঁটা বিয়ার দিলাম তাকে। রাখঢাক না করে বললাম, 'আমার এক বন্ধু মোটেও এমন পছন্দ করে না। আমার ধারণা, তুমি ছাড়া তার এই ভ্রমণে অরুচি দূর করতে পারবে না কেউ।'

আমি স্বীকার করছি, তার উৎসাহটা ধরে গেল মুহূর্তে। শিস তোলা কণ্ঠে অদ্ভুত উচ্চারণে বলল, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, দেয়ালের ওই কুৎসিত ছবিটাকে আমার ক্ষমতা দিয়ে সোজা করে ঝোলাতে হবে। কাজটা ঠিক এ রকম?'

অ্যাজাজেল কথা বলার সময় ছবিটা ঘুরে গেল দেয়ালে, বাঁকা হয়ে ঝুলতে লাগল অন্য দিকে।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার ছবিগুলো আমি সোজা করতে চাইব কেন?' বললাম আমি। 'ওগুলো তো তেরছাভাবেই ঠিক আছে। আর ছবিগুলো ওভাবে সাজাতে গিয়ে বিরাট ঝক্কি গেছে আমার। আমি যা চাই, তা হচ্ছে— সোফোক্লেস মস্কোউইৎজ-এর মাথায় ভ্রমণের পোকা ঢুকিয়ে দেবে তুমি। যাতে ভ্রমণ ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। এমন কি দরকার হলে বউকে ছাড়াই যেন বেরিয়ে পড়ে।'

শেষ কথাটা বলার কারণ হচ্ছে, বউকে ফেলে সেফোক্লেস যদি শহরের বাইরে থাকে, তাহলে ফিফিকে কাছে পাওয়ার একটা সুযোগ এসে যাবে।

অ্যাজাজেল বলল, 'এটা সহজ ব্যাপার নয়। ছেলেবেলার বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ভ্রমণের প্রতি বিতৃষ্ণা একেবারে গ্যাঁট হয়ে চেপে বসতে পারে তার মস্তিষ্কে। মনের কারিগরি কৌশল লাগবে তোমার ওই বন্ধুটির ভ্রমণে অরুচি সারাতে। আর এই কারিগরি কৌশলটি হতে হবে সর্বাধুনিক। আমি বলছি না যে, এটা হতে পারে না। যেহেতু তোমাদের, মানে মানুষের কাঁচা মন সহজে নষ্ট হয় না, কাজেই এটা সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লোকটিকে বেছে নিতে হবে আমাকে। কাজেই তার মনটাকে শনাক্ত করে, তা নিয়ে গবেষণা চালাতে পারব।'

কাজটি যথেষ্ট সহজ। কলেজের পুরনো বন্ধুর মতো আমাকে দাওয়াত করল ফিফি। (ক'বছর আগে একটি কলেজে কিছুদিন ছিল সে। তবে কখনো ক্লাস করেছে বলে মনে হয় না। পড়াশোনায় মোটেও মন ছিল না তার।)

জ্যাকেটের পকেটে করে অ্যাজাজেলকে নিয়ে এলাম আমি। পকেট থেকে মাঝে মধ্যে চিঁ-চিঁ শুনতে পাচ্ছিলাম তার। অংকের বড় কোনো ফর্মুলা আওড়াচ্ছিল সে। মনে হল, সোফোক্লেস মস্কোউইৎজ-এর মন বিশ্লেষণ করছে অ্যাজাজেল। তাই যদি হয়, তাহলে ভালো। কারণ

www.banglainternet.com

সোফোক্লেসের মনটা এত বড় নয় যে, বিশ্লেষণ করার মতো প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে।

বাড়ি ফিরে অ্যাজাজেলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঠিক আছে সব?'

সে তার আঁশময় খুদে হাত বাতাসে নেড়ে বলল, 'আমি পারব এটা। আচ্ছা, তোমার কাছে একটা মাল্টিফেটজ হবে? নাগালের ভেতর কোনো মেন্টো-ডায়নামিক সিনাপটোমিটার আছে?'

'হাতের কাছে নেই,' বললাম আমি। 'গতকাল আমারটা ধার দিয়েছি এক বন্ধুকে, অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে সে।'

'বুদ্ধু কোথাকার!' রাগের চোটে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগল অ্যাজাজেল। 'তার মানে আমাকে তো হিসেব করতে হবে টেবিল-ক্লথের ওপর।'

কাজটা সফলভাবে শেষ করার পরও ঝগড়াটে ভাবটা রয়ে গেল তার।

'প্রায় অসম্ভব ছিল একাজ,' বলল সে। 'শুধু আমার চমৎকার গুণটা ছিল বলে রক্ষে। তার মনের বর্তমান যে অবস্থা, সেটাকে বড় বড় গজাল মেরে দাবিয়ে দিতে হয়েছে আমাকে।'

আমি ধরে নিলাম, এই গজাল মারার ব্যাপারটা সে বলছে রূপকার্থে। আসলেও তাই।

অ্যাজাজেল বলে চলল, 'হ্যাঁ, প্রচুর গজাল মারা হয়েছে। এরপর আর কেউ তার মন টলাতে পারবে না। অদম্য ভ্রমণের নেশা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসবে, হয়তো বা দুনিয়া কাঁপিয়ে দেবে সে। আর একটা ওই বেটাদের দেখিয়ে দেবে—'

এরপর নিজ ভাষায় একটানা বকবক করে গেল অ্যাজাজেল। তার কথা একবর্ণও বুঝতে পারলাম না আমি। তবে পাশের ঘরে ফ্রিজের সব আইস কিউব গলে যেতে টের পেয়েছি, কাউকে কষে গাল দিয়েছে সে। আমার ধারণা, নিজের জগতে যারা তার ক্ষমতা নিয়ে সমালোচনা করেছে, তাদেরকেই গালাগাল করেছে অ্যাজাজেল।

দিন তিনেক পর ফিফি ফোন করল আমাকে। সামনাসামনি সে যতটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, ফোনে অতটা পারে না। কারণটা অবশ্যি তোমার কাছে স্পষ্ট নাও হতে পারে। জীবনের সূক্ষ্মতর জিনিসগুলো বোঝার কোন অনুভূতি নেই তোমার।

'জর্জ,' কলকলিয়ে উঠল সে। 'নিশ্চয়ই জাদু জান তুমি। সেদিন ডিনারে কী করেছ— জানি না, তবে কাজ করছে সেটা। আমাকে প্যারিস

www.banglainternet.com

নিয়ে যাচ্ছে সোফোক্লেস। আমাকে নিজ থেকে বলেছে ও এবং এ ব্যাপারে দারুণভাবে রোমাঞ্চিত। বিরাট ব্যাপার নয় এটা?'

'এটা বিরাট ব্যাপারের চেয়েও বেশি কিছু,' স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে বললাম আমি। 'এটা তো রীতিমতো দুনিয়া কাঁপান একটা ব্যাপার। তুমি যে ছোট্ট প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছিলে, সেটাকে এখন প্রশ্রয় দিতে পারি আমরা। দু'জন মিলে আবার ঘটাতে পারি সেই অ্যাসবারি পার্কের ঘটনা এবং নাড়া দিতে পারি পৃথিবীকে।'

মেয়েরা, বুঝলে, প্রতিশ্রুতি যে একটা পবিত্র জিনিস, সেটা ভুলে যায় ওরা। মাঝে মধ্যে তুমি নিজেও এটা লক্ষ করেছ হয়তো। এ ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেয়েরা। তাদের হাবভাবে মনে হয়, প্রতিশ্রুতি রাখার গুরুত্বের ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই কার। আর সম্মান রক্ষার ব্যাপারে নেই কোনো অনুভূতি।

ফিফি বলল, 'আগামীকাল আমরা যাচ্ছি, জর্জ। কাজেই ঠিক এ মুহূর্তে সময় নেই হাতে। ফিরে এসে ডাকব তোমাকে।'

ব্যস, আমাকে সে ঝুলিয়ে রাখল ওখানে। তার হাতে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে খরচ করার মতো, আমি তো কেবল অর্ধেকটা সময় নিতাম সেখানে থেকে—কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে চলে গেল ফিফি।

পরে ফিফি ফিরে আসার পর তার কাছ থেকে শুনতে পেলাম সব কিন্তু দু'মাস পরের ঘটনা সেটা।

ফিফি আবার ফোন করল আমাকে। এবং এই প্রথমবারের মতো তার কণ্ঠ চিনতে পারলাম না আমি। ক্লান্তি এবং খেপাটে একটা ভাব ছিল তার কণ্ঠে।

'আমি কার সাথে কথা বলছি?' স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

সে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি ফিফি লেভার্ন মস্কোউইৎজ।'

'বুম-বুম,' উত্তেজনা প্রকাশ পেল আমার কণ্ঠে, 'ফিরে এসেছ তুমি। দারুণ ব্যাপার। এক্ষুণি চল, এবং—'

সে বলল, 'সে আশা ছাড় জর্জ। যেহেতু তোমার জাদু একটা নকল জিনিস, আর তুমি একটা ভুয়া লোক, কাজেই তোমার সাথে অ্যাসবারি পার্কে যাব না আমি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেফোক্লেস কি তাহলে প্যারিস যায়নি তোমাকে নিয়ে?'

www.banglainternet.com

'হ্যাঁ, গেছে। এখন জিজ্ঞেস করো আমাকে সেখানে গিয়ে আমি শপিং করেছি কি না।'

'কেন, করোনি শপিং?'

'হাস্যকর কাণ্ড আর কি! শপিং আমি সেখানে শুরুও করতে পারিনি। সোফোক্লেস থামেনি কখনো!' আবেগের চাপে ক্লান্তি ছাপিয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তার কণ্ঠ।

'প্যারিস গিয়ে স্রেফ বলতে থাকলাম আমরা। সর্বোচ্চ গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম দু'জন, আর সেফোক্লেস আমাকে দেখাচ্ছিল বিভিন্ন জিনিস। "ওই যে, ওটা আইফেল টাওয়ার," চলতে চলতে বলল সে। আঙুল দিয়ে দেখাল নির্মাণাধীন এক ফালতু দালান। তারপর এক সময় বলল, "ওটা হচ্ছে নটরড্যাম।" এমন কি সে নিজেও জানত না, কী নিয়ে কথা বলছে। একবার দুই ফুটবল খেলোয়াড় ঠিকই ফাঁকি দিয়ে আমাকে নটরড্যামে ঢোকার সুযোগ করে দেয়, এবং প্যারিসে নয় এটা, ইন্ডিয়ানার সাউথ বেন্ডে।

'কিন্তু কে তোয়াক্কা করে? আমরা একে একে যেতে লাগলাম ফ্রাঙ্কফুর্ট, বার্ন এবং ভিয়েনায়, যে জায়গাটাকে নির্বোধ বিদেশীরা ভিন বলে থাকে। আচ্ছা, ট্রিস্ট বলে কোনো জায়গা আছে?'

'ও, ট্রাইয়েস্ট,' বললাম আমি। 'হ্যাঁ, আছে।'

'তাহলে আমরা সেখানেও গিয়েছিলাম। কখনো কোনো হোটেলে থাকিনি আমরা। পুরনো আমার বাড়িগুলোতে থেকেছি। সোফোক্লেস বলেছে, এটাই ভ্রমণের পথ। আমাকে মানুষ আর প্রকৃতি দেখার জ্ঞান দিয়েছে কে। মানুষ আর প্রকৃতি সে দেখাতে চায় বল? এই সফরে যে জিনিসটির দেখা পাইনি, তা হচ্ছে শাওয়ার। আর গোসল না করলে অল্পতেই গায়ে গন্ধ ছুটে যায়। মাথায় জট বেঁধে গিয়েছিল আমার। জান, এই মাত্র পাঁচবার শাওয়ার নিয়েছি, তবু পরিষ্কার মনে হচ্ছে না নিজেকে।'

'আমার হয়ে আরো পাঁচবার শাওয়ার সেরে নাও,' যতটা সম্ভব যৌক্তিকভাবে প্ররোচিত করতে চাইলাম তাকে। 'এবং অ্যাবারি পার্কে একাজটি সারতে পারি আমরা।'

আমার কথা তার কানে গেল বলে মন হল না। সামান্য কারণে মেয়েদের এই কালা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আমাকে অবাক করে। সে

www.banglainternet.com

বলল, 'আগামী সপ্তায় আবার বেরোচ্ছে ও। আমাকে বলেছে, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে হংকং যাবে। একটা তেলবাহী জাহাজে যাবে ও। ওর কথা, এভাবেই নাকি সাগর দেখতে হয়। আমি ওকে বললাম, "শোনো, মিনসে, ঢিমেতেতালা গতির কোনো জাহাজে আমাকে চীন নিতে পারবে না তুমি। তাহলেই শুধু আমি তোমার আপন হয়ে থাকব।"'

'খুবই কাব্যিক কথা,' বললাম আমি।

'জান, ও কী বলেছিল আমার এ কথায়? বলেছিল, "খুব ভালো, লক্ষ্মীটি, তোমাকে ছাড়াই যাব আমি।" তারপর সত্যিকার অর্থেই অদ্ভুত কথা শোনাল ও। বলল, "নিচে নরক বা ওপরে সিংহাসন পর্যন্ত একাকী দ্রুততম গতিতে ভ্রমণ করব আমি।" ওর একথার অর্থটা কী? এই ভ্রমণের ভেতর সিংহাসন আসে কিভাবে? নিজেকে ইংল্যান্ডের রানি ভাবে নাকি সে?'

'এটা একটা রসকিতা,' বললাম আমি।

'পাগল হলে নাকি! আমি কখনো ওর সাথে রসিকতা করিনি, কাজেই সেও করবে না। আমি ওকে ডিভোর্স দেয়ার কথা বলেছি, আর বলেছি ক্লিনারের কাছে নিয়ে যাব। আর ও কী বলেছে, জান? বলেছে, "যা ভালো মনে করো, লক্ষ্মীটি। তবে এর পেছনে যুক্তিতর্কের কোনো কারণ নেই এবং কোনো লাভ হবে না তোমার। আমার কাছে এখন সবচে' গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভ্রমণ।" পারবে ওই হতচ্ছাড়াকে শিক্ষা দিতে? জান, মরার মিনসে, এখনো আমার সাথে মিঠে কথা বলার চেষ্টা করে যাচ্ছে।'

তুমি বুঝতেই পারছ, বন্ধু, আমার জন্যে সেটা ছিল অ্যাজাজেলের প্রথম দিককার কাজগুলোর একটি এবং এখনো সে নিজের ক্ষমতার ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে শেখেনি। আর আমি অ্যাজাজেলকে বলেছিলাম, মাঝেমধ্যে সোফোক্লেসের ভ্রমণটা যেন তার বউকে ছাড়া হয়।

ওরকম পরিস্থিতিতেও সেই সুযোগটা ছিল, শুরু থেকে যে ফাঁকতাল খুঁজে আসছি আমি। মওকা পেয়ে বললাম, 'বুম-বুম চল অ্যাসবারিতে গিয়ে না হয় তোমাদের ডিভোর্সের ব্যাপারটা নিয়ে—'

'আর তুমি, শুনে রাখ বদমাশ,' রীতিমত খেপে গেল সে। 'তোমার জাদু যাই হোক না কেন, কিংবা তুমি যাই করো না কেন, আমি পরোয়া করি না তার। আমার জীবন থেকে স্রেফ বাইরে থাকবে তুমি। এমন এক লোকের সাথে ভাব আছে আমার, ইঙ্গিত করা মাত্র তোমাকে গুঁতিয়ে একেবারে প্যানকেক বানিয়ে ফেলবে।'

www.banglainternet.com

বুম-বুম-এর কথায় ভয় পেয়ে গেলাম। বিপদ ঘটার আগেই মানে মানে গুটিয়ে নিলাম নিজেকে।

অ্যাজাজেলকে ডেকে আনলাম আমি। সে খুব চেষ্টা করল সোফোক্লেসকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু কোনো পথ নেই আর। তাকে বলেছিলাম বুম-বুম-এর মনটাকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু আমাকে মুখের ওপর মানা করে দিল। বলল, সেটা নাকি যে কারো জন্যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কেন সে একথা বলল, জানি না।

এদিকে সোফোক্লেস ক্রমাগত চালিয়ে যেতে লাগল তার ভ্রমণ। দু'হাতে ভর করে সে পাড়ি দিল মহাদেশীয় ভাজন। ওয়াটার স্কিতে ছুটে গেল নীল নদের উজানে, পাড়ি দিল লেক ভিক্টোরিয়া। ঝুলন্ত গ্লাইডারে পেরিয়ে গেল অ্যান্টার্কটিকা।

১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্ট কেনিডি যখন ঘোষণা দিলেন, এই দশকের শেষ দিকে চাঁদে যাচ্ছি আমরা, অ্যাজাজেল বলল, 'আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট কাজ করছে আবার।'

আমি বললাম, 'তার মানে সোফোক্লেসের মস্তিষ্কের যা করেছ, তা থেকে এমন এক শক্তি তৈরি হয়েছে, যার প্রভাব গিয়ে পড়েছে প্রেসিডেন্ট এবং স্পেস প্রোগ্রামের ওপর?'

'সে সচেতনভাবে শক্তিটাকে কোনো কাজে লাগাচ্ছে না,' বলল অ্যাজাজেল। 'তবে আমি তোমাকে বলেছি, এই অ্যাডজাস্টমেন্ট দুনিয়া কাঁপিয়ে দেয়ার মতো শক্তি রাখে।'

এবং সোফোক্লেস কিন্তু চাঁদের দিকে রওনা হয়ে যায়। মনে পড়ে আপোলো ১৩-এর কথা? পৃথিবীতে নভোযাত্রীদের নামিয়ে রেখে আবার যখন ওটা চাঁদের পথে রওনা হয়ে যায়, মহাশূন্যে ওটা ধ্বংস বলে ধারণা করা হয়। ওটার ভেতর আত্মগোপন করেছিল সোফোক্লেস। অ্যাপোলো ১৩-এর একটা ভাঙা অংশ নিয়ে চাঁদে গিয়ে নামে সে।

সেই থেকে এখনো চাঁদে আছে সোফোক্লেস। ঘুরে বেড়াচ্ছে চাঁদের জমিনে। সেখানে বাতাস নেই, খাবার নেই, পানি নেই ; তবে ভ্রমণটাকে সারাক্ষণ সচল রাখার শক্তি কোনোভাবে তত্ত্বাবধান করছে সোফোক্লেসের। বাস্তবে, এ মুহূর্তে সেখানে হয়তো এমন এক আয়োজন চলছে, সে ব্যবস্থার মাধ্যমে সোফোক্লেস চলে যাবে মঙ্গল গ্রহে—এবং অন্য কোথাও।

জর্জ বিষণ্নভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'কী দুর্ভাগ্য! কী দুর্ভাগ্য!'

www.banglainternet.com

'কিসের দুর্ভাগ্য ?' জানতে চাইলাম আমি।

'দেখতে পাচ্ছ না ? বেচারা সোফোক্লেস মস্কোউইৎজ-এর কী অবস্থা! পরিব্রাজক এক ইহুদির নতুন এবং উন্নত সংস্করণ সে। এখানে অদৃষ্টের পরিহাস হচ্ছে, ধর্মেও তার বিশ্বাস নেই।'

বাঁ হাতে চোখ দুটো চেপে ধরে ডান হাতে ন্যাপকিন খুঁজে বেড়াল জর্জ। ওয়েটারের জন্যে বকশিশ হিসেবে দশ ডলারের একটা নোট রেখেছিলাম টেবিলের এক পাশে। ন্যাপকিন হাতড়ে গিয়ে সেই নোটটা তুলে নিল জর্জ। নিজের ন্যাপকিন দিয়ে চোখ দুটো মুছতে লাগল সে, দশ ডলারের নোটটার কী হল, সেটা দেখতে পেলাম না আমি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল জর্জ, টেবিলটা পড়ে রইল ফাঁকা।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরেকটা দশ ডলারের নোট বের করলাম।

রূপান্তর : অনন্ত আহমেদ

www.banglainternet.com